দাদুর কান্ড

(২)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান
ইংল্যান্ড

রাত ঠিক ১২টায় একজন ওয়াইটারকে দাদু সংকেত দিলেন, কুকার অফ করলাম, রেষ্টুরেন্ট বন্ধ। এই রেষ্টুরেন্টে দাদুর কিছু নির্দিষ্ট আইন সকল ষ্টাফকে মেনে চলতে হয়। কাজ শেষে ষ্টাফের খাবার টেবিলে বসে সবাইকে একসাথে খেতে হবে, কেউ আগে খেতে পারবেনা দাদুর সাফ নির্দেশ। নতুন ষ্টাফ আসলে প্রথমে দাদুকে ই Boss মনে করেন। খেতে বসে সাইফুল ই প্রথম খোঁচাটা দিলো-

- কি গো দাদু অভিজিত রায়ের পরিচয় দিলেন, খাঁন সাহেবের কথা কিছু বল্লেন না?
- ও হ্যাঁ। খাঁন সাহেব। তিনি ও একটি ওয়েব সাইটের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ফোরামে গালাগালি বিহীন কোন লেখার মূল্য নেই। যে যত বেশী গাল দিতে পারবে তার লেখাই সেই ফোরামে বেশী প্রাধান্য পাবে। এই দুই ফোরামের এক পাল লেখক হলেন RAW এর গুপ্তচর বা দালাল।

হোসেন নামের একজন ওয়াইটার, যে আস্তিক ও নয়, নাস্তিক নয়, সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন বিশ্বাস করে কিন্তু কোন ধর্ম মানেনা, জিজ্ঞেস করে What is RAW দাদু? দাদু বল্লেন- তুমি তো ভাই ইংল্যান্ডে বড় হয়েছো ভাল বাংলা ও বোঝনা, তোমাকে ইংরেজীতে বোঝাতে হবে। Listen, I was a Freedom Fighter in 1971. Soon after I crossed over to India where I was assigned to elite Mujib Bahini I realized that India was not helping us as friends. India had helped the creation of Bangladesh with the aim that it would be a step forward towards the reunification of India. Soon after creation of Bangladesh, India let loose all forces at her command to cripple the newly born country. Their aim was to precipitate its collapse and evetual merger with India to realize part of the Brahmanic dream about “Akhando Bharot”. The most significant player of this henoius game is India’s notorious intelligence agency, the Research and Analaysis Wing, commonly known as RAW.

ষ্টপ ইট দাদু, প্লীজ ষ্টপ ইট নাও। সাইফুল তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দাদুর দিকে তাকায়। দাদু থেমে যান। সাইফুল ভাত থেকে হাত উঠিয়ে নিয়েছে। সবাই নিঃশব্দ নীরব। যেন সৌরজগতে চলমান আর কিছুই নেই সবকিছুই ইমারজেন্সী ব্রেইক কষে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। দাদু বল্লেন-

- ভাত খাচ্ছনা কেন? তুমি তো আমার আল্লাহ রাসুল নিয়ে ব্যঙ্গ করে কত কথা বলো, আমি কি এমনটি কোনদিন করেছি?

- শুনুন দাদু, বাংলাদেশের মুক্তি-যোদ্ধের প্রেক্ষাপট বা ইতিহাস নিয়ে নতুনপ্রজন্মের দুই তরুন ওয়াইটারের সামনে আমি তর্ক করতে চাইনা। আপনার ইংরেজী ভাষনের Mujib Bahini, Akhando Bharot, Brahmanic dream এর মাথা-মুন্ডু এরা কিছু বোঝেছে? খাঁন সাহেব একজন ভাল মানুষ, তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে আপনি মুক্তি-যোদ্ধের ইতিহাস টেনে নিয়ে আসলেন।
- আরে ভাই ভাল মানুষের সংজ্ঞা কি তা তো আগে জানতে হবে।
- ঠিক আছে, এ নিয়ে আজ আমরা আপনার রুমে আলোচনা করবো, আপাতত তর্ক মুলতবি থাক। খাওয়া-দাওয়া পরে আমি ওদেরকে ঘরে দিয়ে ফিরে আসবো।

দাদু তার দুই সহকর্মীদেরকে নিয়ে রেষ্টুরেন্টের উপরে থাকেন। রুমটা বেশ বড় এবং সাজানো গোছানো বিধায় ষ্টাফের নৈশ্য আড্ডা দাদুর রুমে ই হয়। কিচেন ষ্টাফকে তিনি নিজের মত ই করে গড়ে তুলেছেন। দাদুর কথায় তারা জাহান্নামে যেতে ও রাজী। সাফ বলে দিয়েছে যেদিন এখান থেকে দাদু পা হেলাবেন সেদিন ই হবে সোনার গাঁও রেষ্টুরেন্টে তাদের জন্য শেষ দিন। দাদু ও কথা দিয়েছিলেন বড় Boss রহিম সাহেবকে, যেদিন এই রেষ্টুরেন্টে ছেড়ে চলে যাবেন সেদিন তাঁর পাস্‌পোর্টটা টেমস্ নদীতে ছোঁড়ে ফেলে সোজা বাংলাদেশে চিরদিনের তরে চলে যাবেন। রহিম সাহেব জানতেন এর মর্মবাণী, জানে সাইফুল ও। আজ দাদুর কাজের ও এই রেষ্টুরেন্টে খোলার এক যুগ পূর্তি হলো। আর এই শুভ দিনে ই দাদু আবিস্কার করলেন ইন্টানেটে শুভ সংবাদটি "আবারো মুখোশ।" তিন পৃষ্ঠার বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রীন্ট আউট করে রেখেছেন। সাইফুল ফিরে এসে দেখলো দাদু কমপিউটার খোলে একা একা হাসছেন। আর কিচেনের বাকি দুই ষ্টাফের হাতে বেশ কিছু কাগজ। "কি দাদু আপনি সত্যিই এই খবরটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন?" সাইফুল জিজ্ঞেস করে।

- আরে নাতী, এমন খুশির দিনে দেশে থাকলে ইনকিলাব অফিসে গিয়ে দু-রাকাত শোকরানা নফল নামাজ পড়তাম। শহরের গরীব মিসকিনদেরকে নিমনত্রন করে দান দক্ষিণা দিতাম। রিক্‌সায় মাইক লাগায়ে শহর ঘুরে ঘুরে এলান দিতাম, আল্লাহ সত্য, নবী সত্য, বেহেস্ত-দোজখ সব সত্য ইস্‌লাম সত্যধর্ম, বাকী অন্য সব ধর্ম মিথ্যা ।
- দাদু এই পাগলামী বাদ দেন তো, তাস বের করুন একটা গেইম খেলে চলে যাই।
- নো থ্যাংক ইউ। আগে বলো ভাল মানুষের সংজ্ঞা কি? তারপর প্রমান করো রুদ্র ই তোমার গুরু শ্রী অভিজিত বাবু নয়, আর না হয় স্বীকার করো ইস্‌লাম সত্যধর্ম।
- দাদু আপনি কি মনে করেন, এই বিষয়টা আমি অবগত নই? একটা কাজ করেন, রুদ্রের নন্দিনী আপারে কই লেখাটা বের করুন। করেছেন?
- হ্যাঁ।
- এবার কী-বোর্ডে Clt+Alt বোতাম একসাথে চেপে ধরুন। একটা স্ক্রীন শট নিন।
- স্ক্রীন শট কি ভাবে নিতে হয়?

- কী-বোর্ডের ডান পাশে দেখুন একটি প্রীন্ট স্ক্রীন বোতাম আছে, ওটাতে চাপ দিন। এবার একটি নতুন উইন্ডো খোলে স্ক্রীন শটটা নতুন উইন্ডোতে পেষ্ট করুন। রুদ্রের সেই লেখাটি এসেছে?
- হ্যাঁ।
- এভাবে আরো দুইটা উইন্ডো তৈরী করুন। এক একটি উইন্ডোতে সার্বার এডরেসে রুদ্রের নামটা কেটে লিখুন Dadu to Nondini, Sayiful to Nomdini, Abdul to Nondini. করেছেন?
- হ্যাঁ
- এবার আরেকটা কাজ করুন। রুদ্রের মূল লেখাটা আবার বের করুন। লেখার উপরে মাউস রেখে ডান ক্লিক করুন। প্রোপার্টি স্ক্রীন এসেছে? ঐ স্ক্রীনের একটা স্ক্রীন শট নিন। এবার স্ক্রীনের ই-মেইল এডরেস এবং সময় তারিখ বদলে আপনার ই-মেইল এডরেস ও ইচ্ছেমত আজকের সময় তারিখ লিখে দিন। সবগুলো স্ক্রীন শট পি,ডি এফ করে আমার ওয়েব সাইটে ই-মেইল করুন।
- তারপর?
- আজ এ পর্যন্ত থাক। ঘরে গিয়ে দেখি আপনার ই-মেইল গেল কিনা। কাল আবার আসবো।

চলবে-